

সূরা আত-তীন

আকসা মুক্তির

রূপরেখা

ড. আয়েশা মুহাম্মদ ইবরাহীম আল-আহলাস

অনুবাদ
মিফতাহুর রহমান



বায়তুল মাকদিস ফাউন্ডেশন
কুদস আমাদের অস্তিত্বের অংশ



শিউলিমালা প্রকাশন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ^١ (١) وَطُورِ سِينِينَ^٢ (٢)
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ^٣ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ
أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ^٤ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ^٥ (٥) إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ^٦
(٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ^٧ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ
الْحَكَمِينَ (٨) (سُورَةُ التِّينِ)



আমরা যখন কথা বলি, তখন তা শত্রুর বুকে গুলির চেয়েও শক্ত হয়ে
বিঁধে। এক চুমুক পানি পান করা যতটা সহজ ইজরায়েলের রাজধানী
তেল-আবিবে হামলা করে গুড়িয়ে দেওয়া তার থেকে অনেক বেশি
সহজ। কিন্তু, আমরা যদি দখলদার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ
করার শক্তি হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমরা আমাদের প্রাণের কুদসকেও
হারিয়ে ফেলবো।

- শহীদ ইয়াহইয়া সিনওয়ার

আমাদের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শুরুতেই শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে এবং কোরআনকে নাযিল করেছেন মানবজাতির জন্য হেদায়েত ও রহমত হিসেবে। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির মহান দূত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মহা-নিয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি ফিলিস্তিনের সেই সকল সংগ্রামী ভাই ও বোনদের প্রতি, যারা দীর্ঘদিন ধরে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে বায়তুল মাকদিসের অতন্দ্রগ্রহরী হয়ে মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হযরত উমর (রা.) থেকে শুরু করে যুগে যুগে বায়তুল মাকদিসের মুক্তির জন্য সংগ্রামকারী সেসকল বীরদের; সেইসব মায়েদের, যারা তাদের সন্তানদের শাহাদাতের পথে এগিয়ে দিয়েছেন; সেইসব বোনদের, যাদের হাতের মেহেদির রং মুছে যাওয়ার আগেই তারা বিধবা হয়েছেন; এবং সেইসব শিশুদের, যারা পৃথিবীর আলো দেখার আগেই শাহাদাতের সুধা পান করেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের ত্যাগ ও কুরবানিকে কবুল করুন।

আমরা সবাই জানি, পবিত্র কোরআন একটি শাস্ত ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ। এর অর্থ হলো—পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে, যেকোনো সময়ে কোরআনের আত্মস্বান সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কোরআনের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি উপমা গভীর ও বহুমাত্রিক অর্থবহ।

এ কারণেই বিগত চৌদ্দশ বছরে কোরআনের অগণিত তাফসির রচিত হয়েছে, যার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষাও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কোরআনের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় নিলে এটি মোটেও বিস্ময়কর নয়। তবে বাংলা ভাষায় মৌলিক ও গবেষণাধর্মী তাফসিরের সংখ্যা এখনও তুলনামূলকভাবে সীমিত। ভাষার দূরত্বের কারণে আমরা অনেক সময় কোরআনের আয়াতগুলোকে তাদের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে পাঠ করি।

‘সূরা তীন: আকসা মুজির রূপরেখা’ মূলত সূরা তীনের একটি তাফসিরগ্রন্থ। তবে বাংলা ভাষায় প্রচলিত তাফসিরগুলোর তুলনায় এ গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র। সূরা তীনের সঙ্গে কোরআনের অন্যান্য সূরার, বিশেষ করে সূরা বনী-ইসরাইলের আন্তঃসম্পর্কের আলোকে সূরাটিকে বিশ্লেষণের প্রয়াস এ গ্রন্থকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা।

সূরার শুরুতে ব্যবহৃত রূপক-তীন, যায়তুন, তূর পর্বত ও বালাদুল আমীন-প্রতিটির গভীর ব্যাখ্যার মাধ্যমে লেখক পাঠককে এক বিস্তৃত ঐতিহাসিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে নিয়ে যান। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় সূরা তীনের সঙ্গে বায়তুল মাকদিসের সম্পর্ক; আর সেই সূত্র ধরে মানবসভ্যতার ইতিহাস ও সমকালীন বিশ্বের নানা বাস্তবতার সঙ্গে এর গভীর সংযোগ। গোটা বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে বায়তুল মাকদিসের সম্পর্ক কী এবং সেই বাস্তবতার ইঙ্গিত কীভাবে সূরা তীনে নিহিত রয়েছে-লেখক তার একটি অভিনব ও গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মানুষকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে শুরুতে বর্ণিত রূপকগুলোর সম্পর্ক এবং সেগুলো মানুষের প্রতি ঠিক কোন দায়িত্বের আহ্বান জানায়, তাও তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থটির লেখক ফিলিস্তিনের সন্তান ড. আয়েশা মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-আহলাস বায়তুল মাকদিস ও কোরআনের তাফসির নিয়ে গবেষণার জন্য তার সমগ্র জীবন ও সকল সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন। বিশেষত Islamicjerusalem Studies-এ তার গবেষণা তাকে এ ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার মাস্টার্স গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিলো *Islamic Research Academy (ISRA) 1994-2003: Background, Activities and Achievements with Special Reference*

to the New Field of Inquiry of Islamic Jerusalem Studies। আরবি তার মাতৃভাষা এবং বায়তুল মাকদিস তার মাতৃভূমি হওয়ায় সূরা তীনের রূপকসমূহের ব্যাখ্যায় তিনি এক স্বতন্ত্র ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

অন্যদিকে, গ্রন্থটির অনুবাদক মিফতাহুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে পড়াশোনা করেছেন। এর আগে তিনি প্রফেসর আব্দুল ফাত্তাহ আল-ওয়াইসির গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ‘আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মসজিদে আকসার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব’ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। পাশাপাশি বায়তুল মাকদিস ফাউন্ডেশনের অধীনে পাঁচ দিনব্যাপী আকসা ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন করে ‘আল-মাকদিসি’ উপাধি অর্জন করেছেন। বিষয়টির প্রতি তার দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন ও সম্পৃক্ততা এই অনুবাদকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

আমরা আশা করি, ‘সূরা তীন: আকসা মুক্তির রূপরেখা’ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে সূরা তীনকে অনুধাবনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। একই সঙ্গে কোরআনের আলোকে বায়তুল মাকদিস, মানবসভ্যতার ইতিহাস এবং সমকালীন বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহকে নতুনভাবে অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হয়ে উঠবে।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এর মাধ্যমে মানুষের উপকার সাধন করুন এবং আমাদের সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আমীন।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মাঝে মাঝে এমন কিছু গবেষণাপত্র পাওয়া যায়, যার আয়তন ছোটো ও সংক্ষিপ্ত হলেও তার গুরুত্ব থাকে নিঃসন্দেহে অভিনব ও গভীর। আমার হাতে এখন যে গবেষণাপত্রটি আছে, তার গুরুত্বও তেমনি। সূরা তীন নিয়ে কালোত্তীর্ণ এই গবেষণাপত্রটি লিখেছেন গবেষক ড. আয়েশা মুহা. ইবরাহীম আল-আহলাস।

আমার এই ছোট জীবনে তাফসীর বিষয়ক অসংখ্য গবেষণা দেখেছি, তবে হলফ করে বলতে পারি যে, ড. আয়েশা আল-আহলাসের লিখিত এমন একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক তাফসীর থেকে আমি যতোটা উপকৃত হয়েছি, এমন উপকার আমি খুব কম গবেষণাপত্র থেকেই পেয়েছি।

সংক্ষিপ্ত এই গবেষণাপত্রে ড. আল-আহলাস সূরা তীন ও সূরা বনী-ইসরাইলের মাঝে এমন এক ধরনের অভিনব সম্পর্কের দিকে নজর দিয়েছেন, যেদিকে সাধারণত পাঠকরা খেয়ালই করবেন না। সূরা তীনের তাফসীরের মাধ্যমে ড. আল-আহলাস প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, কীভাবে মুসলিম উম্মাহ মসজিদে আকসা ও বায়তুল মাকদিস মুক্তির মাধ্যমে আবারো রাজনৈতিক সফলতা লাভ করতে পারে।

হাল আমলের আলেমগণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মসজিদে আকসার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের দিকে খুব একটা নজর দিতে চান না। অথচ, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই সূরা তীনে এদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তিনিই মসজিদে আকসাকে মুক্ত করার ইলাহী ভূ-রাজনৈতিক পন্থা দেখিয়েছেন। ড. আল-আহলাস এই বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আর সূরা তীনের এই গবেষণাপত্রটি আমাদেরকে

একইসাথে জানতে, শিখতে, চিন্তা করতে, অনুধাবন করতে, গভীরভাবে বুঝতে এবং সত্যকে উপলব্ধি করতে পথ দেখাবে।

আজকের এই উম্মাহ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সভ্যতাগত-সহ একাধিক সংগ্রামে লিপ্ত। এর থেকে মুক্ত হতে আমাদের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্দোলন। অর্থাৎ, এখানে শুধুমাত্র আধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করলে চলবে না; বরং জ্ঞান, শিক্ষা ও চিন্তা-র অস্ত্র দিয়েও আমাদেরকে লড়তে হবে। কিন্তু, আমাদের অবস্থান কোথায়?

দুর্ভাগ্যবশত, আমরা এমন এক শিথিলতা ও উদাসীনতার ভেতর ডুবে আছি, যা আমাদেরকে ক্রমান্বয়েই দুর্বল করে দিচ্ছে; এক ভয়ংকর ঘুম আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এখান থেকে অতিসত্ত্বর আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে। আর এক্ষেত্রে ড. আল-আহলাস-এর এই বইটি আমাদের ঘুম ভাঙাতে, আমাদেরকে চিন্তাকে পুনর্জাগরিত করতে এবং জ্ঞানের আলোয় সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার পার্থক্যকে স্পষ্ট করতে সহযোগিতা করবে।

আর সবশেষে গবেষক ড. আয়েশা মুহা. ইবরাহীম আল-আহলাস-এর জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেনো তাকে উম্মাহর কল্যাণে অবদান রাখার তাওফিক দান করেন, তার লেখনীকে শাণিত করেন, তার প্রচেষ্টা সফল করেন এবং তিনি যে উচ্চ লক্ষ্যে পা বাড়িয়েছেন, তা যেনো কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ হয়; আল্লাহ্‌ম্মা আমীন।

ড. আহমদ ইসমাইল নওফেল

প্রফেসর, তাফসীর বিভাগ, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়

আম্মান, জর্ডান

১ মুহররম ১৪৩৮ হি.

২ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি.

লেখিকার কথা

ইতিহাসের গতিবিধিকে বুঝতে হলে অবশ্যই তৎসংশ্লিষ্ট স্থান ও তার ঘটনাবলিকে অনুধাবন করতে হবে। বায়তুল মাকদিসের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়।

মসজিদে আকসা ও বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস বহু পুরনো হলেও রাসূল (স.)-এর সময় থেকে এটি আবারো নতুন করে সামনে এসেছে। কেননা, একমাত্র মুসলিমদের সময়ই মসজিদে আকসার প্রাঙ্গণে বা পুরো বায়তুল মাকদিসে ইলাহী তিনটি ধর্মের অনুসারীরাই শান্তিতে বসবাস করেছিলো। কিন্তু, হাল আমলে জায়োনিস্ট লবি আকসার প্রাঙ্গণকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে চলমান এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আকসার অতীতকে পর্যালোচনা করতে হবে। কেননা, অতীত পর্যালোচনা ছাড়া বর্তমানকে বিশ্লেষণ করা যায় না; আর এমনটা হলে তখন ভবিষ্যত কর্মপন্থাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্যই, মসজিদে আকসার মুক্তিতে আমাদেরকে ইতিহাসের পানে ফিরতে হবে। আর এক্ষেত্রে সূরা তীন অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ছোট্ট এই গ্রন্থে সূরা তীনের মাঝে লুকিয়ে থাকা ইলাহী দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে এনে বায়তুল মাকদিস মুক্তির মাধ্যমে কীভাবে আমাদের মুসলিম উম্মাহর মুক্তি হবে, সে উপায়টি খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আর এক্ষেত্রে সূরা তীনের ব্যাখ্যা, ভূ-রাজনৈতিক বিষয়, সূরাটির সারনির্যাস-সহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুকেই সামনে রাখা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করুক, আমীন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সূরা তীন : স্থান, কাল, প্রেক্ষাপট	১৭
• নাযিলের প্রেক্ষাপট	১৮
• নাযিলের সময় ও স্থান	২০
• অন্যান্য সূরার সাথে স্থান নির্ধারণ	২১
• একটি নোকতা	২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

তীন-যায়তুন, সিনাই পর্বত এবং নিরাপদ শহর নিয়ে মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা	২৩
• তীন-যায়তুন-এর ব্যাখ্যা	২৩
• সিনাই পর্বত-এর ব্যাখ্যা	২৫
• নিরাপদ শহর-এর ব্যাখ্যা	২৬

তৃতীয় অধ্যায়

সূরা তীন এবং বায়তুল মাকদিসের ভূ-রাজনৈতিক বরকতময় বৃত্ততন্ত্র	৩০
• বায়তুল মাকদিসের ভূ-রাজনৈতিক বৃত্ততন্ত্রের সূচনা	৩০
• বৃত্ততন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং সূরা তিনের সম্পর্ক	৩১
• প্রথম বৃত্ত – আল-আরদুল মুকাদ্দাসাহ	৩২
• দ্বিতীয় বৃত্ত – আল-আরদুল মুবারাকাহ	৩৩
• তৃতীয় বৃত্ত – মুসলিম প্রাচ্য	৩৬
• সারকথা	৩৮
• সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উপলব্ধি	৩৯

চতুর্থ অধ্যায়

সূরা তিনের সারনির্যাস, আকসার মুক্তি এবং আগামীর শাসনব্যবস্থা	৪১
• ভূমি	৪১
• মানুষ	৪৩
• সার্বভৌমত্ব	৪৪
শেষ কথা	৪৫
তথ্যসূত্র	৪৬

প্রথম অধ্যায়

সূরা তীন : স্থান, কাল, প্রেক্ষাপট

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবিনশ্বর মুজিয়া পবিত্র কোরআনকে বিশ্লেষণ করতে গেলে অবশ্যই এ মহাশক্তির প্রতিটি সূরা নাযিল হবার প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা, একজন বিজ্ঞ আলেম যখন কোরআনের মর্যাদা, বিশ্বজনীনতা ও তার স্থায়িত্ব নিয়ে গবেষণা করবেন, তখন অবশ্যই কোরআন নাযিলের স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট-কেও বিশ্লেষণ করতে হবে।

এই বিষয়টি নিয়ে আবু আব্দুল্লাহ আস-সুযূতী বলেন,
“কোরআন নাযিলের প্রেক্ষাপটের সাথে কয়েকটি হিকমত জড়িত আছে। যেমন,

১. কোনো একটি বিধানকে সময়ের সাথে সাথে সকলের মন-মানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখে ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করা।
২. নাযিলকৃত আয়াতসমূহের নিগূঢ় অর্থ জানা এবং তা থেকে সকল ধরনের অস্পষ্টতাকে দূর করা।
৩. ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ ও ব্যাখ্যা থাকা। যেমনটা সূরা রুমের প্রথম চার আয়াতের ক্ষেত্রে দেখা যায়। অথবা, আওফ ইবনে মালেক (রা.)-কে রাসূলের দেওয়া বায়তুল মাকদিস মুক্তির ভবিষ্যদ্বাণী; যেখানে রাসূল (স.) বলেছিলেন, কৈয়ামতের আগে ছয়টি জিনিস ঘটবে-তন্মধ্যে প্রথম দু'টি হলো আমার মৃত্যু ও বায়তুল মাকদিসের স্বাধীনতা।”

‘কোরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট’-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আবুল ফাতহ আল-কুশাইরী বলেন,